দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JUL 2012
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তিতে আগ্রহী নয় কেউ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটের কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলোতে ভর্তি হতে আগ্রহী নয় কেউ। কিন্তু বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীরা কলেজগুলোতে ভর্তি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনস্থ কলেজগুলোতে প্রথম বর্ষ স্নাতকে ৩ লাখ ৭০ হাজার আসন আছে।

বর্তমানে ১২ লাখ শিক্ষার্থী পড়ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাশাপাশি প্রশাসনিক ও একাডেমিক অব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। সময়মত ভর্তি-ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়া, খাতা বিতরণ ও মূল্যায়নে বিলম্ব, অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতায় সেশনজট আজ নিত্যসঙ্গী। ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-স্নাতকোত্তর কোর্স শেষ করতেই বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। চাকরির প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দুই হাজার। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শিক্ষার উপকরণ, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, অবকাঠামো নেই। নানা কষ্টে সময়মতো পাঠ শেষ করলেও সময়মতো পরীক্ষা হচ্ছে না। পরীক্ষা হলেও যথাসময়ে ফল প্রকাশ করতে পারছে না এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। সৃষ্টি হয়েছে সেশনজট। আর এ কারণে শিক্ষার্থীরা যেমন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, তেমনি তাদের জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই জাতীয় অপচয় ও ক্ষতির দায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই নিতে হবে।

২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি বেসরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছিল আসিফ। ২০১২ সালে এসে এখনো মাস্টার্স শেষ করতে পারেনি সে। ইতিমধ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্বাচনী পরীক্ষাও শেষ করেছে। এখন অপেক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। কিন্তু কবে নাগাদ পরীক্ষা শুরু হবে, কবে শেষ হবে, তা জানেন না আসিফের মতো অনেকেই। আবার পরীক্ষার ফল পাওয়ার জন্য ৫/৬ মাস অপেক্ষা করতে হবে। ২০১৩ সালের জুন-জুলাইয়েও ফল পাওয়া যাবে কিনা, এ নিয়েও সংশয় তাদের। এ কারণে তারা আতংকে রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে চাপ বাড়ছে। লেখাপড়া শেষ না হওয়ার কারণে চাকরির প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিতে পারছে না তারা।

আরিফুল ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী সরকারি তিতুমীরে ভর্তি হয়েছিল ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে। তিনি জানান, চার বছরের অনার্সসহ মাস্টার্স কোর্স সমাপ্ত করতে সময় লেগেছে সাড়ে ৮ বছর। এ হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র।